ভোরের কাগজ

তারিখ ..12 FEB 2004
পৃষ্ঠা - ৪ কলাম - ৩

শতবর্ষী ইশকুল

যশোর জিলা স্কুল

১৭৫ পেরিয়ে

১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি জিলা স্কুল প্রাক্তন ছাত্র সমিতি মহা ধুমধামের সঙ্গে উদ্‌যাপন করবে ১৭৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। মিলনমেলায় অংশ নিয়ে প্রাক্তন ছাত্ররা হারিয়ে যাবেন তাঁদের কৈশোরের স্মৃতিঘেরা হলুদ লম্বা দালানের শ্রেণীকক্ষে, সবুজ দূর্বাঘাসের খেলার মাঠে

ফখরে আলম, যশোর ▶

লম্বা হলুদ রঙের দালান। ইতালীয় স্থাপনাশৈলীর ইয়া মোটা পিলারের অন্য রকম ভবন। সামনে সবুজ দূর্বাঘাসের মাঠ। ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ যশোর জিলা স্কুলের চিত্র এটি। ১৭৫ বছরের প্রাচীন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম স্কুল। যশোরের রানি, রাজা আর কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি মিলে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে স্কুলটির নাম ছিল যশোর মডেল স্কুল। নন্দী পরগনার বিদ্যানুরাগী জমিদারপত্নী রানি কাত্যায়নী, রাজা বরদাকণ্ঠ, রাজা কালীকান্ত পোদ্দার, রম রতন, মো. আবদুল করিম, মৌলভী মো. আবদুল্লাহ, নীলকমল পাল চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কুঞ্জলাল ঠাকুর, প্রাণনাথ চৌধুরী, উকেদাস রায়, রাধামোহন ঘোষ চৌধুরীসহ বেশ কয়েকজনের প্রচেষ্টা ও আর্থিক সহায়তায় ১৮৩৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি স্থাপিত হয় যশোর জিলা স্কুল। ১৩২ জন ছাত্র নিয়ে স্কুলের ক্লাস শুরু হয় রানি কাত্যায়নীর কাছারিবাড়িতে। সে বছরই সরকারের পক্ষে স্কুল স্থাপনের ঘোষণা জারি করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

১৮৪৫ সালের ২৭ জানুয়ারি রানি কাত্যায়নীর বার্ষিক ৩০০ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। ১৮৭২ সালে রানির কাছারিবাড়ি থেকে ঘড়কি মৌজায় স্থানান্তর করা হয় যশোর মডেল স্কুল। ওই বছরই স্কুলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় যশোর জিলা স্কুল। ৭.৮০ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হয় পাকা ভবন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সড়কের পশ্চিম পাশে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী স্কুলটি।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৮৪৮ সাল পর্যন্ত টানা ১০ বছর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেছেন জে. স্মিথ। ১৮৭৪ সালে ফারসি, ১৯৪৭ সালে উর্দু বিভাগ চালু করা হয়। ১৯৬৩ সালে বিজ্ঞান ও মানবিক, ১৯৬৫ সালে বাণিজ্য বিভাগ চালু করা হয়। স্কুলের মূল ভবনের দক্ষিণে ১৯০৭ সালে নির্মিত হয় হিন্দু হোস্টেল। ১৯১২ সালে উত্তর দিকে নির্মাণ করা হয় মুসলিম হোস্টেল। ১৯৪০ সালে হোস্টেল দুটিকে দ্বিতল ভবনে রূপান্তর করে শ্রেণীকক্ষ হিসেবে চালু করা হয়।

ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, কথাশিল্পী আনিস সিদ্দিকীসহ খ্যাতিমান পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই স্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জ্যোতির্বিজ্ঞানী রাধা গোবিন্দ চন্দ, ভাষাসৈনিক মোহাম্মদ সুলতান, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. শমসের আলী, মোহাম্মদ শরীফ হোসেন, কমিউনিস্ট নেতা আব্দুল হক, শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন, রাজনীতিক রাশেদ খান মেনন, হায়দার আকবর খান রনো, তরিকুল ইসলাম, খালেদুর রহমান টিটো, বিচারপতি লতিফুর রহমান, গীতিকার ও সুরকার মো. রফিকুজ্জামান প্রমুখ খ্যাতিমান ব্যক্তি জিলা স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র।

স্কুলে একটি পুরনো লাইব্রেরি রয়েছে। এই লাইব্রেরিতে আছে সাড়ে পাঁচ হাজার বই। স্কুলটিতে চালু আছে ম্যাগাজিন প্রকাশ, বিজ্ঞানচর্চা, খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, বৃক্ষরোপণ, স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট কার্যক্রমসহ নানা ইতিবাচক কার্যক্রম।

নতুন-পুরনো মিলিয়ে স্কুলের মোট ভবনের সংখ্যা ১০। ১৯৮৬-৮৭ সালে জিলা স্কুলের ইতালীয় স্থাপনাশৈলীর ঐতিহাসিক প্রশাসনিক ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়। স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা ওই ভবনের আদলে একটি নতুন ভবন নির্মাণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফরিদুল ইসলাম জানান, তৃতীয় থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত দুই শিফটে প্রায় দুই হাজার ছাত্র রয়েছে। শিক্ষক রয়েছেন ৫৩ জন।

যশোর জিলা স্কুল প্রাক্তন ছাত্র সমিতির উদ্যোগে 'নবীন-প্রবীণ এক প্রাণ'—এই স্লোগানে আগামী ১৪ ও ১৫ ফেব্রুয়ারি স্কুল প্রাঙ্গণে বসবে প্রাক্তন ছাত্রদের মিলনমেলা। প্রাক্তন ছাত্ররা হারিয়ে যাবেন তাঁদের কৈশোরের স্মৃতিঘেরা হলুদ লম্বা দালানের শ্রেণীকক্ষে, সবুজ দূর্বাঘাসের খেলার মাঠে।

সমিতির সাধারণ সম্পাদক এ জেড এম সালেক বলেন, 'পুনর্মিলনীতে অংশ নেওয়ার জন্য এরই মধ্যে ৫০০ প্রাক্তন ছাত্র নাম নিবন্ধন করেছেন। আমরা মনে করছি, সহস্রাধিক খ্যাতিমান ছাত্র পুনর্মিলনীতে অংশ নেবেন।'